ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Sub: Bengali Text Study Material - 1 **Class:** 6 **Date:** 04.05.2020

লব-কুশের সংগীতে মুগ্ধ রামচন্দ্র — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- **লেখক পরিচিতি ঃ** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী।

- ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র কাব্য, ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়ে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান।

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে অধ্যক্ষ হন।

- অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর লেখা 'বর্ণপরিচয়' (১,২ ভাগ), 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার সার্থক রূপ দান করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁকে 'দয়ার সাগর'ও বলা হয়। ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯শে জুলাই কলকাতায় তিনি মারা যান।

- **কাহিনী প্রসঙ্গে ঃ** 'লব-কুশের সংগীতে মুগ্ধ রামচন্দ্র' রচনাংশটি 'সীতার বনবাস' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহিত। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের রাজসভায় মহামুনি বাল্মীকি লব-কুশকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেন। লব-কুশকে দেখে এবং তাদের কণ্ঠের সংগীত শুনে রাজসভার সকলেই মুগ্ধ হন এবং তাদের প্রতিক্রিয়াই আলোচ্য রচনায় বর্ণিত হয়েছে।

- **শব্দার্থ ঃ নৃপতি** - রাজা, **অবগত** - জানা, **ব্যাগ্রচিত্ত** - আকুল হৃদয়, **অনুরাগ** - প্রতি, **শ্রবণ** - শোনা, **উপবেশন** - বসা, **তনয়** - পুত্র, **সুহৃদ** - বন্ধু, **নিরীক্ষণ** - দেখা, **দ্রবীভূত** - তরল হয়ে যাওয়া, **সমভিব্যাহারে** - সঙ্গে, **তদীয়** - তার, **সৌসাদৃশ্য** - খুব মিল, **প্রতিক্ষা** - অপেক্ষা, **প্রতীতি** - বিশ্বাস, **বীতস্পৃহ** - লোভ-কামনাহীন, **আসীন** - উপবীষ্ট, **পরিগ্রহ** - বিশেষভাবে গ্রহণ বা স্বীকার, **সহোদর** - ভাই, **মাধুরী** - সৌন্দর্য।

- **সংক্ষিপ্তপ্রশ্নাবলী ও উত্তরপত্র ঃ**

(১) 'দেখিবামাত্র সভামণ্ডল মহান কোলাহলে উত্থিত হইল।' কি দেখার পর সভায় এরূপ অবস্থা হয়েছিল? এরূপ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ রামচন্দ্রের রাজসভায় মহর্ষি বাল্মীকিসহ লব ও কুশকে দেখার পর সভার সমস্ত লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাদর আহ্বান জানালো ও সংবর্ধনা করল।

.... এর কারণ ছিল রামচন্দ্রসহ রাজবংশের সকলের মধ্যে লব ও কুশ সম্পর্কে অসীম আগ্রহ ছিল। সকলেই এই দুই বালকের সঙ্গীত সম্পর্কে পূর্বে এত প্রশংসা শুনেছিলেন যে, তাদের প্রত্যক্ষ করার জন্য উপস্থিত সকল জনতা কোলাহল করে উঠেছিল।

(২) রামচন্দ্রের পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ইনি সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দশরথের প্রথমা স্ত্রী কৌশল্যা রামচন্দ্রে মাতা। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে (মিথিলার রাজকন্যা) বিবাহ করেন। পিতৃসত্য পালনে তাঁকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হয়। ভাই লক্ষ্মণ বনবাসে সীতা ও রামের ছায়াসঙ্গী হন। তিনি রাবণ ভগ্নী শূর্পনখাকে লাঞ্ছিত করায় লঙ্কার রাজা রাবণ প্রতিশোধস্পৃহায় সীতাকে হরণ করেন। সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র বানর সেনার সাহায্যে সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন ও সীতাকে উদ্ধার করেন। শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্র — লব ও কুশ।

(৩) লব ও কুশের পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ কুশ সূর্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্র ও সীতার পুত্র। তিনি মহর্ষি বাল্মীকির কাছে শাস্ত্র, শাস্ত্র শিক্ষা করেন, বেদ বিদ্যার অধিকারী হন। কুশ এবং তার ভাই লব সীতার বনবাসের সময় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এই দুই ভাই রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করেছিলেন। কুশ বিন্ধ্য পর্বতের উপত্যকায় কুশস্থলী বা কুশাবতী নামে একটি পুরী নির্মান করেন, যা দক্ষিণ কোশলের রাজধানী।

লব রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতার গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে নির্বাসিত করেন রাম। তখন যমজ সন্তানরূপে লবের জন্ম হয়। লব ও কুশ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বাল্মীকির নির্দেশে লব ও কুশ রামচন্দ্রের রাজসভায় রামায়ণ গান পরিবেশন করেন। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র লবকে উত্তর কোশলের রাজা রূপে লবপুরে রাজধানী স্থাপনের নির্দেশ দেন।

(৪) 'দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ,' — প্রতিকৃতি বলতে কি বোঝা যায়? দুই ঋষিকুমার কারা? তাদের দেখে কার প্রতিকৃতি মনে হয়েছিল?

উত্তর ঃ 'প্রতিকৃতি' বলতে বোঝায় একজন আর একজনের প্রতিরূপ বা চেহারায় সাদৃশ্য আছে এমন।

- দুই ঋষিকুমার হলেন — লব ও কুশ।
- তাদের দেখে সভার সমস্ত জনতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতি বলে উল্লেখ করেন।

(৫) 'তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।' - কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে? কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ অবস্থা হয়েছিল?

উত্তর ঃ ● শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা হয়েছে।

- শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় মহর্ষি বাল্মীকির নির্দেশে যখন লব ও কুশ রামায়ণ গান পরিবেশন করেন তখন তা শুনে রামের স্ত্রী সীতার কথা, তাঁর অতীত সময়ের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং উভয়কে সীতার পুত্র বলেই রামচন্দ্র নিশ্চিত হন। তখন আবেগে তাঁর দুই চোখ বেয়ে জলধারা নির্গত হয়।

(৬) লব ও কুশ কার সঙ্গে রামচন্দ্রের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে।

(৭) মহর্ষি বাল্মীকি কে?

উত্তর ঃ 'রামায়ণ' মহাকাব্যের রচয়িতা। তিনি ছিলেন প্রচেতার পুত্র। পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন দস্যু রত্নাকর। পরবর্তীকালে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ নিধন দর্শন করে তিনি গভীর দুঃখে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীঃ সমা।' শ্লোকটি উচ্চারণ করেন এবং এরপর রামায়ণ মহাকাব্যের সৃষ্টি।

(৮) বাল্মীকি সভায় পৌঁছালে তাঁকে কিভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ বাল্মীকি রামচন্দ্রের রাজসভায় পৌঁছালে উপস্থিত জনতা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের জয়ধ্বনি দিয়ে অভিবাদন জানান।

(৯) লব ও কুশ কোন যন্ত্র সহযোগে সংগীত আরম্ভ করলেন?

উত্তর ঃ লব ও কুশ বীণাযন্ত্র সহযোগে সংগীত আরম্ভ করলেন।

(১০) কুশ ও লব রামায়ণের কোন্ অংশকে অবলম্বন করে গান করেছিলেন?

উত্তর ঃ কুশ ও লব রামায়ণের যে অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগ বর্ণিত আছে সেই অংশ সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন।

Amit Kundu

****